সংবাদ

৬৩২

তারিখ 22/8/81

পৃষ্ঠা কলাম

085

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পোশাক নিয়ে ঘাপলা ॥ বিতরণ বন্ধ

রাজবাড়ী ১৯শে আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)। — পাংশা থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য সরবরাহকৃত পোশাক ব্যবহারের উপযোগী না হওয়ায় জেলা প্রশাসক তা সরবরাহ বাতিল করে দিয়েছেন।

সরকার কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর গরীব ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণের জন্য থানা শিক্ষা অফিসারের উপর নির্দেশিত পোশাকই হচ্ছে এগুলো।

পাংশা থানার শিক্ষা অফিসার মোট ১১ শ' সেট পোশাকের জন্য টেণ্ডারদাতার নিকট থেকে গোপনে প্রায় ২৫ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে প্রতি সেট (একটা ফ্রগ ও একটা জাঙ্গিয়া) পোশাকের জন্য ৫৪ টাকা হারে টেণ্ডার প্রদান করেন। টেণ্ডার গ্রহণের পর তারা বাজারের নিম্নমানের কাপড় দিয়ে এমনই এক পোশাক তৈরি করে সরবরাহ করে যাকে ফ্রগ বা কামিজও বলা যায় না। আবার ফতুয়াও বলা চলে না। হিসেব করে দেখা গেছে যে, বর্তমান বাজারানুপাতে তৈরিকৃত উক্ত পোশাকের মূল্য ৩০ থেকে ৩২ টাকা।

পক্ষান্তরে, মহকুমার সদর দপ্তর রাজবাড়ীতে ৪২ টাকার সেট-এ অপেক্ষাকৃত উন্নত পোশাক তৈরী সম্ভব হয়েছে।

জেলা প্রশাসক পাংশা থানায় পরিদর্শনে গেলে এই পোশাকগুলো তাকে দেখানো হয় এবং তা গরীব ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত পোশাকগুলো এতই নিম্নমানের যে, জেলা প্রশাসক সাহেব পোশাকগুলি বিতরণ বন্ধ রাখেন এবং তা (পোশাকগুলো) বাতিল করে দেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রকাশ থাকে যে, পাংশা থানার এই শিক্ষা অফিসার পূর্ব থেকেই বহু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাংশা থানার শিক্ষকগণ তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহুবার প্রতিবাদ করেছেন এবং অবশেষে শিক্ষা অফিসারের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট ৯টি গণদরখাস্ত প্রেরণ করে আশু তদন্তের দাবী করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে সে একটির পর একটি অবৈধ কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে।

উল্লেখিত গণ দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা প্রশাসক, মহকুমা শিক্ষা অফিসারকে গত ২২-৬-৮১ তারিখে ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও মহকুমা শিক্ষা অফিসার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

পাংশা থানার শিক্ষকগণ জেলা প্রশাসক-এর সঙ্গে পুনরায় দেখা করেছেন এবং জেলা প্রশাসক তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেছেন।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান: সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শতকরা ৩০ জন গরীব ছাত্রীর মধ্যে বিনা মূল্যের জামা ও প্যান্ট বিতরণের জন্যে কুড়িগ্রাম মহকুমার ৮টি থানার জন্য মোট ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬শ ৯০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কুড়িগ্রাম মহকুমার প্রত্যেক থানার থানা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ তাদের বরাদ্দকৃত সমুদয় টাকা কুড়িগ্রাম সোনালী ব্যাংক থেকে তুলে নিয়েছেন।

অপরদিকে শিক্ষা কর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট সময়ে তাদের বরাদ্দকৃত টাকা তুলে নিয়েও অধিকাংশ স্কুলে পোশাক সরবরাহ করতে পারেনি। মহকুমার ৫৫০টি সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শতকরা ৩০ জন ছাত্রী হিসেবে ১৬ হাজার ৫শ জন গরীব ছাত্রী পোশাক পাবার কথা। কিন্তু বিভিন্ন থানার শিক্ষকদের নিকট থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে যে, এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ছাত্রীও তাদের বরাদ্দকৃত পোশাক পায়নি।

অপরদিকে পোশাক বিতরণে কারচুপি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বের তালিকাভুক্ত অনেক গরীব ছাত্রী পোশাক পায়নি বলে জানা গেছে। কোন কোন ছাত্রীকে আবার পোশাকের সেট না দিয়ে একটি প্যান্ট অথবা একটি শার্ট দেয়া হচ্ছে। মহকুমার কোন কোন থানায় এমন কতগুলো স্কুল আছে যা কেবল খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ আছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নাই বললেই চলে। কিন্তু শিক্ষকগণ মাস শেষে ব্যাংক থেকে ঠিকই বেতন তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব স্কুলের ছাত্রীদের নামেও পোশাক বিতরণের নামের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। বিশেষ করে চিলমারী, উলিপুর ও রৌমারী থানায় এই ধরনের কয়েকটি স্কুল রয়েছে। এইসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০ জনের বেশী হবে না। কিন্তু খাতা-কলমে ২শ' জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী দেখানো হয়েছে।